দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

আলহাজ্জ ডক্টর
মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

নিষেধাজ্ঞা কি বাংলাদেশে বলবৎ আছে? সেদিন এক সেমিনারে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বললেন যে, দেশে প্রায় ১০ লক্ষ অবৈধ অস্ত্র আছে। তাই এই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না করার জন্য বর্তমান সরকার কি দায়ী হতে পারে না? আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে দেশে-বিদেশে আমাদের সেনাবাহিনীর লোকেরা যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। বর্তমানে যুদ্ধ নেই বলে সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের তেমন কোন কাজ নেই। তাই সরকার কি তাদের সাহায্য নিতে পারে না এই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে? সীমান্ত পথ সিল করে দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ অস্ত্রের আমদানী কি বন্ধ করা যায় না? আমার সুচিন্তিত অভিমত, যে সরকার ছাত্র, অছাত্র, চোর, ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের হাতে অবৈধ লক্ষ লক্ষ পিস্তল, বোমা, গ্রেনেড ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থ, সে সরকারের পক্ষে আমাদের প্রাক্তন মিঃ প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাপ্য (?) শুধুমাত্র ১টি পিস্তলের জন্য অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে ১০ বৎসর কারাদণ্ড দেয়া অন্যায়। কারণ, যিনি বিগত দশটি বৎসর এই দেশটি শাসন করেছেন, তিনি বেআইনী হলেও অন্তত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য পিস্তলটি রাখেননি। একান্ত আত্মরক্ষার জন্যই রেখেছিলেন। তাকে কি ক্ষমা করা যেত না? তাকে দশ বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেনি? আমি আশা করব, যদি বর্তমান সরকার অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংগে সংগে উচিত— প্রাক্তন মিঃ প্রেসিডেন্টের অস্ত্র মামলায় প্রাপ্য সাজা থেকে অব্যাহতি দেয়া।

বর্তমানের সর্বত্র নাজুক সন্ত্রাসী পরিস্থিতি

অতিশয় লজ্জার কথা এই যে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠগুলো আজ সন্ত্রাসী ও মস্তানদের পাঠশালায় পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আজ এক একটি মিনি ক্যান্টনমেন্ট-এ পরিণত হয়েছে। বিমান বাহিনীর নিয়মিত বিমান উড্ডয়নের মহড়ার মত আজ পড়াশুনা বাদ দিয়ে ছাত্ররা অহরহ অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করে। তারা আজকাল শিক্ষকদের তেমন সম্মান করে না। আর অধিকাংশ শিক্ষকরাও শিক্ষাদান কাজের পরিবর্তে নোংড়া রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তারা আজই ছাত্রদেরকে স্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখেন না। দুঃখের বিষয় বেশ কিছু ছাত্র আজ সহপাঠিদের ছেড়ে এখন পিতৃতুল্য শিক্ষকদের উপর চড়াও হচ্ছে। তাদের নামে মামলা দায়ের করছে। অপর দিকে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও তাদেরই স্নেহভাজন ছাত্রদের সন্ত্রাসী ও মস্তানী বন্ধ করতে রাজপথে মিছিল করে এবং তাদের উপর দায়েরকৃত মামাল প্রত্যাহারের দাবী জানায়। এই তো ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস দমনে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সরকারের কাজের সীমাবদ্ধতা কোথায়? আমি যতটুকু জানি, সরকার পারে না এমন কাজ খুব কমই আছে। আমার প্রশ্ন, বিরোধী দল কি সন্ত্রাস দমনে বাধা দিচ্ছে না-কি সন্ত্রাসী ধরা পড়লে তদবির করছে? সরকারকে এসব কিছু জাতিকে জানাতে হবে। নতুবা সন্ত্রাস দমনে ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ বলে সরকারকে জাতির সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাঃ

আমার সাথে সম্মানিত পাঠকবর্গ সকলেই সম্ভবত একমত হবেন যে, আমাদের এই ছোট দেশটিতে বর্তমানে ৪ জন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন শ্রদ্ধেয় নেত্রী রয়েছেন। একজন দেশনেত্রী, অপরজন জননেত্রী। তাই সরকার প্রধান ও বিরোধী দলীয় প্রধান যদি সন্ত্রাস দমনে আন্তরিকভাবে রাজি হন, তবে সন্ত্রাস দমন না হয়ে পারে না। ইদানীং সরকারী দলের অংগ সংগঠনের কর্মীদের সংঘটিত সন্ত্রাসের জন্য সরকার তাদেরকে জেলে পাঠাতে শুরু করছেন। এ জন্য সরকারকে অনেক ধন্যবাদ। অপরদিকে খুলনা বিএল কলেজের ঘটনায় নিহত তিন জনের ব্যাপারে সরকার সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে বা তদন্ত কমিশন গঠন না করে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন? এ জন্য সরকারকে তিরস্কার করতে হয়। পুলিশের রহস্যময় নীরবতার উৎস কি? আমি মাননীয়া জননেত্রীকে জিজ্ঞাসা করি— আপনি প্রায়ই অন্য দলের কর্মীদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের কথা জোরে-সোরে বলেন, কিন্তু নিজ দলের কর্মীদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের জন্য টু-শব্দ করেন না। আপনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা। আপনি যদি আগামীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন (হবার সম্ভাবনা প্রচুর), তবে কি সত্যি সত্যি সন্ত্রাস ও সর্বপ্রকার দুর্নীতি, ঘুষ, সুদ, জেনা, মদ্যপান, নগ্নতা ও বেহায়াপনাসহ সকল প্রকার অনৈসলামিক কাজ বন্ধ করতে পারবেন? আমি যতটুকু জানি, আপনি নিজেও ইসলামবিরোধী কাজ অপছন্দ করেন। এ ছাড়া আপনি পবিত্র হজ্বব্রতও পালন করেছেন। তাই আপনি সর্বপ্রকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ইসলাম বিরোধী কাজ নির্মূল করার করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কুরআনের আইন ও খোদাভীরু ও সচ্চরিত্রবান লোকের শাসন কায়েমের অঙ্গীকার করেন, তবে আমি আমার এলাকার সমর্থকগণসহ আপনাকে ও আপনার দলকে সহযোগিতা করার কথা চিন্তা করব। আপনি কি পুলিশের হাতে সন্ত্রাস দমনের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করার পক্ষপাতী? প্রধানমন্ত্রী হবার পর যদি কখনও আপনার দলের কর্মীরা সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেফতার হয়, তখন আপনি কি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন? এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে সর্বদা কি চরম নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন? ইসলামের নবী বলেছিলেন, আমার মেয়ে যদি ফাতেমাও চুরি করতো, তবু আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ধর্ম ছাত্রের বা ব্যক্তির অভিভাবকবৃন্দ এই সন্ত্রাস দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ, পিতামাতাই তার সন্তানদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আসল প্রশ্রয়দাতা।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

এটা সবাই জানে যে, শিক্ষাঙ্গনে যারা সন্ত্রাস করে আর যারা সন্ত্রাসের শিকার হয়, তারা সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী। সাধারণত শক্তিশালী সংগঠনগুলো একযোগে দুর্বল সংগঠনের উপর সন্ত্রাসী আক্রমণ ও উৎখাতের অভিযান চালায়। বস্তুত শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত সন্ত্রাসের জন্য তারাই দায়ী, যারা প্রতিপক্ষের উপর আগে আক্রমণ চালায় বা আক্রমণের উস্কানি দেয়। যদি ছাত্রদের হাতে অস্ত্র না থাকে, তবে অকস্মাৎ কোন সংঘর্ষ হলেও তা মারাত্মক রূপ নিবে না বা ব্যাপক আকার ধারণ করবে না। তাই "ছাত্র-বহিরাগত সকলকে সশস্ত্র রাখা" শিক্ষাঙ্গনে ভয়াবহ সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা জানি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ছাড়া অন্য কারো কোন অস্ত্র, বোমা বা মারণাস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ ও বেআইনী। এই